যুগান্তর

তারিখ ... 31 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ১৯ ... কলাম ... ৫ ...

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ফল বিপর্যয়

সিলেট ব্যুরো

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ফল বিপর্যয় হয়েছে। কমেছে পাসের হার ও জিপিএ-৫। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৮১ দশমিক ৮২ শতাংশ, যা দেশের ১০টি বোর্ডের মধ্যে সর্বনিম্ন। সিলেট বোর্ড গত চার বছরের মধ্যে এবার সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে। আগের টানা তিন বছরের বোর্ডের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এবারই পাসের হার ও জিপিএ-৫ উভয় ক্ষেত্রে পিছিয়ে সিলেট বোর্ড। বোর্ডের এবারের পাসের হার গতবারের তুলনায় ৭ দশমিক ৪১ ভাগ কম। গত বছর পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ২৩ ভাগ। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৪৫২ জন, যা গতবারের চেয়ে ৮৮৯ কম। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ৩৪১ জন। চলতি ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪২ হাজার ২৪৫ জন। এর মধ্যে ৩২ হাজার ৪১৩ জন ছেলের মধ্যে পাস করেছে ২৬ হাজার ৯৬৬ জন। পাসের হার ৮৩ দশমিক ২০ ভাগ। অন্যদিকে, ৩৯ হাজার ৬১১ জন মেয়ে পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩১ হাজার ৯৬৬ জন। পাসের হার ৮০ দশমিক ৭০ ভাগ। বোর্ডের অধীনে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৫ হাজার ২শ' জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ১৪ হাজার ৪৫৮ জন। এর মধ্যে ছেলে ৭ হাজার ৭৪৯ জন, মেয়ে ৬ হাজার ৭০৯ জন। পাসের হার ছেলে ৯৫ দশমিক ১৫, মেয়ে ৯৫ দশমিক ০৮ ভাগ। জিপিএ-৫ পায় ২ হাজার ৩৪১ জন। এর মধ্যে ছেলে ১ হাজার ২৮৬ জন, মেয়ে ১ হাজার ৫৫ জন। মানবিক বিভাগ থেকে ৪৮ হাজার ৮০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৩৭ হাজার ৩১৩ জন। এর মধ্যে ছেলে ১৫ হাজার ২২ জন, মেয়ে ২২ হাজার ২৯১ জন। পাসের হার ছেলে ৭৬ দশমিক ৯৭, মেয়ে ৭৬ দশমিক ১১ ভাগ। জিপিএ-৫ পায় ৪৩ জন। এর মধ্যে ছেলে ৯ জন, মেয়ে ৩৪ জন। ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ থেকে ৮ হাজার ২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৭ হাজার ১৬১ জন। ছেলে ৪ হাজার ১৯৫ জন, মেয়ে ২ হাজার ৯৬৬ জন। পাসের হার ছেলে ৮৮ দশমিক ২৮, মেয়ে ৯০ দশমিক ৭৩ ভাগ। জিপিএ-৫ পায় ৬৮ জন। এর মধ্যে ছেলে ৪৩ জন ও মেয়ে ২৫ জন।

টানা ১৪ বছর ধরে ছেলেরা এগিয়ে : বোর্ডে এবারও এগিয়ে রয়েছে ছেলেরা। এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ডের টানা ১৪ বছর ধরে মেয়েদের চেয়ে ভালো ফল করেছে ছেলেরা। এসএসসি পরীক্ষার সার্বিক ফলাফলে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের পাসের হার ও জিপিএ-৫ অর্জন বেশি রয়েছে। এবার পরীক্ষায় ৩২ হাজার ৪৪৫ জন ছেলে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ২৬ হাজার ৯৬৬ জন। পাসের হার ৮৩ দশমিক ২০। অন্যদিকে, ৩৯ হাজার ৭৪৩ জন মেয়ে পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩১ হাজার ৯৬৬ জন। পাসের হার ৮০ দশমিক ৭০। মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২ হাজার ৪৫২ জনের মধ্যে ১ হাজার ৩৩৮ জন ছেলে ও ১ হাজার ১১৪ জন মেয়ে। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৮ হাজার ১৪৪ জন ছেলে অংশ নিয়ে পাস করেছে ৭ হাজার ৭৪৯ জন। পাসের হার ৯৫ দশমিক ১৫। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ২৮৬ জন। এ বিভাগে ৭ হাজার ৫৬ জন মেয়ের মধ্যে পাস করেছে ৬ হাজার ৭০৯ জন। পাসের হার ৯৫ দশমিক ১২ ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা ১ হাজার ৫৫ জন। মানবিক বিভাগে ১৯ হাজার ৫১৭ জন ছেলের মধ্যে পাস করেছে ১৫ হাজার ২২ জন। পাসের হার ৭৬ দশমিক ৯৭ ও জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৯ জন। ওই বিভাগে ২৯ হাজার ২৮৬ জন মেয়ের মধ্যে পাস করেছে ২২ হাজার ২৯১ জন। পাসের হার ৭৬ দশমিক ১১। এর মধ্যে ৩৪ জন পেয়েছে জিপিএ-৫। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৪ হাজার ৭৫২ জন ছেলের মধ্যে পাস করেছে ৪ হাজার ১৯৫ জন। পাসের হার ৮৮ দশমিক ২৮ ভাগ ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা ৪৩। এ বিভাগে ৩ হাজার ২৬৯ জন মেয়ের মধ্যে পাস করেছে ২ হাজার ৯৬৬ জন। পাসের হার ৯০ দশমিক ৭৩। এ বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৫ জন মেয়ে।

সেরা ২০ স্কুল : পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিসহ ৬টি সূচকে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে এবারও সেরাদের সেরা হয়েছে সিলেট ক্যাডেট কলেজ। দ্বিতীয় হয়েছে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। তৃতীয় হয়েছে ব্লু-বার্ড হাই স্কুল। এছাড়া সেরা ২০ এর তালিকায় থাকা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে— সিলেট সরকারি অগ্রণামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, বিএএফ শাহিন স্কুল অ্যান্ড কলেজ শমশেরনগর, সিলেটের স্কলার্স হোম, নবীগঞ্জের হোমল্যান্ড আইডিয়াল স্কুল, হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জের বিকেজিসি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেটের বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল, মৌলভীবাজারের দি ফ্লাওয়ার এসকেজি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেটের আল আমিন জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের দি বার্ডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেটের শাহজালাল আদিয়া ইসলামীয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মৌলভীবাজারের রোকেয়া খাতুন লাইসিয়াম স্কুল, হবিগঞ্জের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হাই স্কুল, সিলেটের বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও সুনামগঞ্জের এসসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

শুধু গণিতেই অকৃতকার্য ১০ হাজার ১৭৭ জন : সিলেট শিক্ষা বোর্ডে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় শুধু গণিতেই অকৃতকার্য হয়েছে ১০ হাজার ১৭৭ জন শিক্ষার্থী। শনিবার ফল প্রকাশের পর সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল মান্নান সাংবাদিকদের এমন তথ্য জানান।